সিলেট সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, সিলেট।

সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব আরিফুল হক চৌধুরী মেয়র সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন সভা কক্ষ
সভার তারিখ	: ০৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রিঃ
সময়	: বেলা ১১:০০ ঘটিকা
আয়োজনে	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-কে সভা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আলী, ইমাম, নগর ভবন মসজিদ এবং পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন জনাব জ্যোতিষ চক্রবর্তী, আদায়কারি, কর আদায় শাখা। অতঃপর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিম্নরূপ আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভা পরিচালনা করেন।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে	মন্তব্য
০১	**আলোচনা-১ শোকপ্রস্তাব সংক্রান্ত আলোচনা।** সিলেট সিটি কর্পোরেশনের দুইবারের নির্বাচিত সাবেক কাউন্সিলর, প্রেসক্লাবের সাবেক সহ-সভাপতি, দৈনিক জালালাবাদের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং কেন্দ্রিয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক মানিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী পিয়ার বক্স, প্রয়াত সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি, জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক, প্রবীন রাজনীতিবিদ আব্দুজ জহির চৌধুরী সুফিয়ান-এর স্ত্রী লীনা চৌধুরী, প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা এম এ হক-এর স্ত্রী রওশন জাহান চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী সামছুদ্দিন, হযরত শাহজালাল (রহঃ) মাদ্রাসার মুহতামি, বিশিষ্ট বুজুর্গ মুফতি মাওলানা মুহিবুল হক গাছবাড়ি, মুরারিচাঁদ কলেজের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সালেহ মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম, সিলেটের ডাক পত্রিকার চেয়ারম্যান সাহেবের পিতা মোহাম্মদ ওয়ারিস আলী, বর্ষীয়ান চিত্রনায়ক, সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন পাঠান ফারুক, দক্ষিণ সুরমা ৫নং সিলাম	উপস্থাপিত শোক প্রস্তাব গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	

	ইউ/পি ডুমশ্রি গ্রামের বিশিষ্ট মুরব্বি সাবেক পোস্টমাস্টার মোঃ মাসুক মিয়া, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সালিশ ব্যক্তিত্ব সুলেমান খান, সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সিনিয়র সদস্য বিশিষ্ট সমাজসেবক এম এ মুনিম (খসরু), বৈরাগী মাইকের স্বত্বাধিকারী ও সংবাদপত্রের প্রবীণ কর্মী সৈয়দ দারা মিয়া, জৈন্তাপুর উপজেলার বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ প্রবীণ আলেমে দ্বীন হরিপুর বাজার মাদ্রাসার মুহতামিম শায়খুল হাদিস মাওলানা ইউসুফ শ্যামপুরী, সিলেট মহানগর আওয়ামীলীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক বেলাল উদ্দিন, সিলেট নগরীর চৌহাট্টাস্থ সিংহবাড়ীর সদস্য, বিশিষ্ট আইনজীবী সুজয় সিংহ মজুমদার, সাবেক এমপি বরেন্য লেখক গবেষক বুদ্ধিজীবী শিশু কিশোর আন্দোলনের পুরোধা সংস্কৃতিক সংগঠক, সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক পান্না কায়সার এবং সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি, ঐতিহ্যবাহী আবাহনী ক্রীড়া চক্র, সিলেট এর সহ-সভাপতি, সিলেট জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক মঈন উদ্দিন আহমদ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানানো হয়।			
০২	**আলোচনা-২ গত ১৪ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিগত ১৪.০৫.২০২৩ খ্রি. তারিখের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে শুনান। আলোচনা-৫ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের মার্কেট উপ আইন যাচাই বাছাইয়ের লক্ষে গঠিত উপ কমিটির অগ্রগতি বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জানান খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন হতে মার্কেট উপ-আইনের খসড়া সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গঠিত উপ-কমিটির সভা খুব দ্রুত অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানান। কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ বলেন হোল্ডিং ট্যাক্সের ২৪ কোটি টাকা বকেয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভিন্ন অনিয়মের কারণে মাঠ পর্যায়ে বিল দেওয়া হয়নি এবং আর্কেডিয়া ভবনের ট্যাক্স নির্ধারণ বিষয়ে দূর্নীতির কথা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারেন। যা এ প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক ক্ষতিসহ জনসাধারনের নিকট প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। তিনি সভাপতির নিকট জানতে চান এ অনিয়মের সহিত জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কি কি	১। নাইওরপুল মসজিদ সংলগ্ন পয়েন্ট সাবেক পৌরসভা চেয়ারম্যান জনাব বাবরুল হোসেন (বাবুল) এবং কুমারপাড়া পয়েন্ট সাবেক পৌরসভা চেয়ারম্যান জনাব আ ফ ম কামালের নামে নামকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২। মার্কেট উপ আইনের খসড়া চুড়ান্ত করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৩। জনাব চন্দন দাশ ও জনাব রমিজ মিয়া এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এবং ভবিষ্যতে তাদেরকে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জনগুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব না দেয়ারও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ২। প্রধান প্রকৌশলী ৩। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা	

	ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ শুনেছেন নির্বাচনের পূর্বেই এ বিষয়ে তদন্ত হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। তিনি অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব মোঃ সিকন্দর আলী বলেন তিনি অভিযোগ পেয়েছেন নতুন কর নির্ধারনের পর বাসা বাড়িতে বিল দিয়ে পরবর্তী কনটাক্টের জন্য মোবাইল নং দিয়ে আসা হয়। কাউন্সিলর জনাব শান্তনু দত্ত (সন্তু) জনাব চন্দন দাশ ও জনাব রমিজ মিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম, দূর্ণীতি ও দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ রয়েছে। তাদের মতো কর্মকর্তাদের যদি সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ কোন পদের দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনিয়ম ও দূর্ণীতিকে প্রশ্রয় দেয়া হবে। তাই তিনি অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার এবং ভবিষ্যতে তাদেরকে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব না দেয়ার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত পোষণ করেন। কাউন্সিলর জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন বলেন তাঁর ওয়ার্ডে কতজন করদাতা রয়েছেন এবং কর আদায়কারী কতজন কর্মরত রয়েছেন তা তিনি জানেন না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কাউন্সিলর জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ জানান নামকরণের তালিকায় সাবেক পৌরসভা চেয়ারম্যান জনাব বাবরুল হোসেন (বাবুল) এর নাম বাদ পড়েছে। সভাপতি বলেন যাদেরকে বাসা বাড়িতে পাওয়া যায় না তাদেরকে পরবর্তীতে যোগাযোগের জন্য নাম্বার দিয়ে আসা হয়। তিনি বলেন কর আদায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নজরদারী থাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন প্রতিটি ওয়ার্ডে কর্মরত এসেসর ও কর আদায়কারীরা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ে বসবেন যাতে বিষয়সমূহ কাউন্সিলরবৃন্দ অবগত থাকেন।			
০৩	**আলোচনা-৩ গত ২৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জরুরী বিশেষ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিগত ২৬.০৭.২০২৩ খ্রি. তারিখের জরুরি বিশেষ সভার সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে	২৬.০৭.২০২৩ খ্রি. তারিখের জরুরি বিশেষ সভার সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রধান প্রকৌশলী	

	শুনান।			
০৪	**আলোচনা-৪ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তি পরিকল্পনা অবহিতকরণ।** প্রধান প্রকৌশলী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তির পরিকল্পনা পরিষদকে অবহিত করেন। কাউন্সিলর এস এম শওকত আমীন তৌহিদ বলেন সিডিসির অনেক সদস্য তাদের টাকা পাননি। প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পূর্বে সদস্যদের টাকা তাদের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধের অনুরোধ জানান। সভাপতি এ বিষয়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা)-কে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের অনুরোধ জানান।	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা	
০৫	**আলোচনা-৫ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শুরু/শেষ না করা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিষয়ে আলোচনা।** কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ এবং কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ গত ১৪.০৫.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার পরও এতোদিনে বাস্তবায়িত না কারণ জানতে চান। প্রধান প্রকৌশলী জানান মূলত সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন থাকায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব হয়েছে। যে সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ঠিকাদারগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অভিযুক্তদের ০১.০৮.২০২৩ তারিখে চিঠি দেয়া হয়েছিল। তারা গত ০৬.০৮.২০২৩ তারিখে ১৫ দিনের সময় চেয়ে আবেদন দাখিল করেছে। তিনি বলেন অসমাপ্ত কাজসমূহ রিটেন্ডারের মাধ্যমে করা যেতে পারে। কাউন্সিলর জনাব আজাদুর রহমান আজাদ বলেন যে সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ করে নাই তাদের নামের তালিকা নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো প্রয়োজন। সভাপতি বলেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলো যতটুকু কাজ করেছে তার বিল দিয়ে তাদেরকে বাদ দেয়া যায় এবং অসমাপ্ত কাজের জন্য রিটেন্ডার আহবান করা যায়। এক মাসের মধ্যে রিটেন্ডারের ব্যবস্থা গ্রহনের কথা বলেন।	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অসমাপ্ত কাজসমূহ আগামী এক মাসের মধ্যে রিটেন্ডারের মাধ্যমে সমাপ্ত করতে হবে। কাজ করে নাই অথচ বিল গ্রহণ করেছে এমন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী	
০৬	**আলোচনা-৬ সড়কবাতি স্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনা।** কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ বলেন কোন ওয়ার্ডে বিদ্যুতের কাজ হলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে জানানো হয় না। তিনি বিদ্যুৎ	১। সড়কবাতি ও সিসিটিভি স্থাপন/মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে নিম্নোক্ত উপকমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ১। জনাব মোঃ সিকন্দর আলী, আহবায়ক ২। জনাব রেজওয়ান আহমদ, সদস্য ৩। জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ, সদস্য ৪। জনাব রুহুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক),	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	

	শাখার একটি সিডিউল পড়ে শুনান। তিনি অভিযোগ করেন সিডিউলে উল্লেখিত লাইট/বাল্ব লাগানো হয় না। কিছু কিছু বাতির গায়ে কোম্পানীর নামই লেখা থাকে না। এগুলো খুব দ্রুত নষ্ট হয় আর ভুক্তভোগী হতে হয় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের। তিনি কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে ল্যাব টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহন করার অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব মোঃ সিকন্দর আলী জানান এলইডি সরঞ্জাম বাংলাদেশে তৈরী হয় না। ঠিকাদার চীন হতে কমদামে এগুলি আসে। এগুলো ভাল না মন্দ তা ল্যাব টেস্ট না করে বুঝা সম্ভব নয়। টেস্ট করার ব্যবস্থা সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নেই। তাঁর ওয়ার্ডে সিসিটিভিও নাই। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) বলেন সাইফ পাওয়ার টেক লিঃ পুষ্পা (জেভি) কর্তৃক সরবরাহকৃত লাইটের ব্যাপারে সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব শওকত আমীন তৌহিদ সাহেবের মৌখিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে মাননীয় মেয়র মহোদয় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়কে সরবরাহকৃত লাইটগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য পত্র দিয়েছেন। যাহা তদন্তাধীন। তিনি আরো বলেন, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সড়ক বাতিতে দুই ধরনের লাইট ব্যবহার করা হয়। যথা টিউবলাই এবং এলইডি। ফ্লোরোসেন্ট টিউবলাইটে চক কয়েল এবং স্টার্টার ব্যবহার করা হতো এবং আউটডোরে তলনামুলকভাবে টেকসই ছিল। বর্তমানে ফ্লোরোসেন্ট টিউবলাইচ বাজারে নাই এবং উৎপাদনও হয় না। শুধুমাত্র এলইডি টিউবলাইট পাওয়া যায় যাহা ইনডোর ব্যবহারে টেকসই কিন্তু আউটডোর ব্যবহারে তেমন টেকসই নয়। প্রস্তুতকারক কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে অভিযোগ দেয়া হয়েছে যাতে আউটডোর ব্যবহারে টেকসই বাল্ব প্রস্তুত করা হয়। এলআইডি লাইটগুলো দুই ধরণের হয়। একটি CEB (Chip on board) এবং অন্যটি SMD (Surface Mount Device) টাইপ। এলইডি লাইটের দুইট কম্পোনেন্ট ১টি চিপ এবং অন্যটি ড্রাইভার। যাহা বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় না। স্থানীয় বাজারে চায়নার তৈরী নন ব্র্যান্ড পাওয়া যায়। মান তেমন উন্নত হয় না। ব্র্যান্ড এর তৈরীগুলো তাদের এজেন্টের মাধ্যমে নগদ টাকায় কিনতে হয়। মূল্য অত্যাধিক। রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহের জন্য PPR অনুযায়ী OTM (Open	সদস্য সচিব ২। আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে যেসকল ওয়ার্ডে সিসিটিভি নাই সেসকল ওয়ার্ডে স্থাপন এবং নষ্টগুলো মেরামতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।		

	Tender Method) goods পদ্ধতি অনুসরন করা হয়। ফলে ঠিকাদাররা কাজ পাওয়ার আশায় প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২০-৩৫% নিম্নে দর দাখিল করে। TEC কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতার অনুকূলে কার্যাদেশ দেয়া হয়। বাজেটের অভাবে এবং PPR অনুসরণ করতে সরাসরি ব্র্যান্ডের মালামাল সংগ্রহ করা যায় না। তিনি বলেন যেসব ওয়ার্ডসমূহে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে সেসব ওয়ার্ডের সিসিটিভিসমূহের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড অতিক্রান্ত হয়েছে। বিদ্যুতের পোল স্থানান্তরের কারণে সিসিটিভি এর লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মেরামতের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশের ক্রয় প্রক্রিয়াধীন। কাউন্সিলর ফরহাদ চৌধুরী বলেন যারা সিসিটিভি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের অনেক গাফিলতির অভিযোগ পাওয়া যায়। কাউন্সিলর মোঃ তারেক উদ্দিন বলেন তাঁর ওয়ার্ডে সিসিটিভি নাই। তিনি দ্রুততার সহিত সিসিটিভির ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। সভাপতি বলেন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে এ বিষয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে একটি উপকমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। সিসিটিভি স্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামতের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে বলে তিনি জানান।			
০৭	**আলোচনা-৭ মেয়র মহোদয়ের নাগরিক সংবর্ধনা বিষয়ে আলোচনা।** কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ মেয়র মহোদয়ের নাগরিক সংবর্ধনা প্রদানের জন্য একটি উপ-কমিটি গঠনের অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত পোষণ করেন।	মেয়র মহোদয়ের নাগরিক সংবর্ধনা আয়োজন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত উপ-কমিটি গঠন করা হলো ১। জনাব শান্তনু দত্ত সন্ত, কাউন্সিলর, আহ্বায়ক ২। জনাব মোঃ আজাদুর রহমান আজাদ, কাউন্সিলর, সদস্য ৩। জনাব মোঃ মফলিছুর রহমান কামরান, কাউন্সিলর, সদস্য ৪। জনাব ফরহাদ চৌধুরী, কাউন্সিলর, সদস্য ৫। জনাব রেজওয়ান আহমদ, কাউন্সিলর, সদস্য ৬। বেগম শাহানা বেগম শানু, কাউন্সিলর, সদস্য ৭। জনাব নজরুল ইসলাম মুনিম, কাউন্সিলর, সদস্য ৮। জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ, কাউন্সিলর, সদস্য ৯। জনাব মোহাম্মদ হানিফুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সদস্য ১০। জনাব নুর আজিজুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, সদস্য সচিব		
০৮	**আলোচনা-৮ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পেক্ষাপটে সিটি কর্পোরেশনের যাবতীয় ব্যয়ে কৃচ্ছতা সাধনকল্পে আলোচনা।** কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ দক্ষিণ সুরমা বাস টার্মিনালে কর্মরত ছিলেন (ঢালি কনস্ট্রাকশন) এমন ৬ জন প্রকৌশলীকে সিটি কর্পোরেশনে নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে পরিষদ অবগত কিনা জানতে চান। তিনি উক্ত ৬ জন প্রকৌশলীকে চিহ্নিত করে অনতিবিলম্বে অব্যাহতি দেয়ার অনুরোধ জানান। প্রকৌশলীগণ বিভিন্ন অন্যায় করেছে এবং এতজন কর্মকর্তা কিভাবে ও কার মাধ্যমে নিয়োগ	ঢালি কনস্ট্রাকশনের ৬ জন প্রকৌশলীকে চিহ্নিত করে চাকুরী হতে অব্যাহতি দিতে হবে। ভবিষ্যতে যেকোন নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের প্রাধান্য দিতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রধান প্রকৌশলী	

	পেল জানতে চান। উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী বলেন চাকরী হলো সোনার হরিণের মতো। তিনি অফিসে যেকোন পদে নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের প্রাধান্য দেয়ার অনুরোধ জানান। সভাপতি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পেক্ষাপটে সিটি কর্পোরেশনের যাবতীয় ব্যয়ে কৃচ্ছতা সাধনকল্পে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সকল বিভাগকে মিতব্যয়ি হওয়ার অনুরোধ জানান।			
০৯	**আলোচনা-৯ ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে আলোচনা।** প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এখন পর্যন্ত ৩৮ জন ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত হয়েছে যার মধ্যে ৩১ জনই সিলেটের বাইরে থেকে আসা। তিনি বলেন সব মশা এডিস মশা না। প্রতি ১০০ মশার মধ্যে ২টি এডিস মশা। জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে কাউন্সিলরবৃন্দদের সমন্বয়ে মাইকিং, এডিস মশার লার্ভা অনুসন্ধান, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, লিফলেট বিতরণ, মসজিদ/মন্দির/ গীর্জাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে প্রচারনা, পত্র প্রেরণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন মশক নিধনের জন্য দক্ষ জনশক্তির অভাব। মশক নিধনের কাজ দৈনিক মজুরী ভিত্তিক অদক্ষ শ্রমিক দ্বারা পরিচালনা করা যায় না। তিনি বলেন সরাসরি মশক নিধন কর্মী নিয়োগ অথবা শ্রমিকদের মশক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কার্যক্রম পরিচালনা না করলে এর সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন এডিস মশার লার্ভা অনুসন্ধানে ৬টি টিম এবং ১৪ জন ভলেন্টিয়ার কাজ করছে। ১০০ বাড়ি অনুসন্ধান করে বেশীরভাগ এডিস মশার লার্ভা বাসা-বাড়ির পিছনে, পার্কিংয়ে, আন্ডার কন্সট্রাকশন বিল্ডিংয়ের জমে থাকা পানিতেই পাওয়া যাচ্ছে। এজন্য জনসচেতনতা তৈরী জরুরী। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। ঔষধ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলেও স্প্রেম্যানরা ফাঁকি দেয়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে ৪টি পিকআপ এবং ৫টি নতুন ফগার মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। কাউন্সিলর ফরহাদ চৌধুরী বলেন কলোনীর চেয়ে	১। ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে ২ জন কর্মীকে মশক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ২। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ও পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা	

	বাসা-বাড়িতে এডিস মশার লার্ভা বেশী পাওয়া যেতে পারে। কাউন্সিলর মোঃ আজাদুর রহমান আজাদ বলেন ডেঙ্গু প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। স্কুল কলেজে প্রচারণা চালিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন দোকানদারদের পার্শ্ববর্তী ড্রেনে ময়লা ফেলার অভ্যাস দীর্ঘদিনের। তাছাড়া ভ্যান গাড়ি করে যারা সবজি বেচে তারাও রাস্তায় ময়লা ফেলে। সভাপতি বলেন প্রতিটি ওয়ার্ডের নোংরা কলোনীগুলোতে প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।			
১০	**আলোচনা-১০ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং ইপিআই কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনা।** প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান সিলেট মহানগরীর নাগরিকদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে ৮টি নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র এবং ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতাল নামে ১টি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল চালু হয়েছে। হাসপাতালে ডাক্তার, নার্সসহ কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। হাসপতালের ওয়ার্ড ৫ম তলায় এবং অপারেশন থিয়েটার ৪র্থ তলায়। তাই লিফট না থাকায় গর্ভবর্তী নারীদের অন্যত্র চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি অনতিবিলম্বে লিফটের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। পর্যাপ্ত ঔষধ না থাকায় নতুন করে ফ্রি হেলথ ক্যাম্প করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন তিনি সম্প্রতি ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। হাসপাতালটির অবকাঠামো অনেক সুন্দর হয়েছে। দ্রুত পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালুর জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। সভাপতি লিফটের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন এবং কোটেশনের মাধ্যমে PPR অনুসরণ করে পর্যাপ্ত ঔষধ ক্রয়ের কথা বলেন।	ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতালে যত দ্রুত সম্ভব লিফট স্থাপন এবং কোটেশনের মাধ্যমে PPR অনুসরণ করে পর্যাপ্ত ঔষধ ক্রয়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান প্রকৌশলী ও প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	
১১	**আলোচনা-১১ ওয়ার্ড ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ প্রসঙ্গে আলোচনা।** কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ, জনাব ফরহাদ চৌধুরী, জনাব মোঃ সিকন্দর আলীসহ সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ জানান জরুরী বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি ওয়ার্ডে ৪ জন শ্রমিকের সাথে আরও ৬জন করে শ্রমিক প্রদান করা হলে ওয়ার্ডের পরিষ্কার	প্রতিটি ওয়ার্ডে বিদ্যমান ৪জন শ্রমিকের সাথে আরও ৬জন শ্রমিক নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। তাছাড়া অর্থের সংকুলান বিবেচনা করে ক্রমান্বয়ে তা কার্যকর করা হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	

	পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গতিশীল হবে। তাই দ্রুত অতিরিক্ত ৬ জন শ্রমিক নিয়োগের অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত পোষণ করেন।			
১২	**আলোচনা-১২ ইমজা, জেলা প্রেসক্লাব, সিলেট প্রেসক্লাব, ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ও বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনকে অফিস বরাদ্দ বিষয়ে আলোচনা।** কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ বলেন সিলেট প্রেসক্লাবের নিজস্ব ভবন রয়েছে। কাউন্সিলর জনাব মোঃ আজাদুর রহমান আজাদ বলেন সিলেট প্রেসক্লাবের নিজস্ব ৭ তলা বিল্ডিং রয়েছে। তিনি সরকারী বিধিবিধান অনুযায়ী ভাড়া প্রদান করার অনুরোধ জানান। সভাপতি নির্মানাধীন মার্কেটের কাজ সমাপ্ত হওয়া সাপেক্ষে ইমজা, জেলা প্রেসক্লাব, ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ও বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনকে বিধিমতে ১২ তলায় অফিস স্পেস ভাড়া প্রদানের মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি এ বিষয়ে নতুন পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দেন।	এ বিষয়ে নতুন পরিষদের সভায় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।	প্রধান প্রকৌশলী	
১৩	**বিবিধ আলোচনা-১** কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী জানান সৈয়দ নাছির উদ্দিন সিপাহসালার স্কুলের কোন কার্যক্রম এখনো শুরু করা যায়নি। স্কুলের আশেপাশে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি থাকায় স্কুলের বাউন্ডারির কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না তাই তিনি সীমানা নির্ধারণের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ জানান সিটি বেবী কেয়ার একাডেমীর জন্য যে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে তা কোন কাজে লাগছে না। ১টি ফ্লোরে নামমাত্র কিছু সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী লেখাপড়া করে। শিক্ষকরাও মান সম্মত নয়। তিনি নতুন শিক্ষক নিয়োগপূর্বক সম্পূর্ণ ভবনকে কাজে লাগিয়ে হাইস্কুল করার প্রস্তাব করেন। সভাপতি জানান খাদিমপাড়াস্থ ভাটপাড়ায় ৩৩ শতক জায়গা নিয়ে চাঁন মিয়া স্কুল আছে যা এলাকাবাসী সিলেট সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন ১২ নং ওয়ার্ডের মুক ও বধির স্কুলের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এই স্কুলকে সিটি কর্পোরেশনের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব করেন। তিনি ৬নং ওয়ার্ডের সৈয়দ নাছির উদ্দিন সিপাহসালা স্কুলের আশেপাশের ব্যক্তি	১। ৬নং ওয়ার্ডের সৈয়দ নাছির উদ্দিন সিপাহসালার স্কুলের সীমানা নির্ধারন করতে হবে। ২। সিটি বেবী কেয়ার একাডেমীর সার্বিক মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি করণীয় বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে। ৩। চাঁন মিয়া স্কুল এবং মুক ও বধির বিদ্যালয় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতায় নিয়ে আসার বিষয়ে পরবর্তী সভার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তা একটি প্রতিবেদন দিবেন।	শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এবং শিক্ষা কর্মকর্তা	

	মালিকানাধীন জমির সীমানা নির্ধারনেরও প্রস্তাব করেন।			
১৪	**বিবিধ আলোচনা-২** কাউন্সিলর জনাব আবুল কালাম আজাদ (লায়েক) বলেন বিভিন্ন সময় বিল্ডিংয়ের পারমিশনের বিষয়ে প্রকৌশল শাখাকে অনুরোধ করলে রাস্তা ছোট হওয়ার অযুহাতে অনুমোদন করা হয় না কিন্তু সেই বিল্ডিংয়ের মালিক পরবর্তীতে অফিসে যোগাযোগ করে ঠিকই পারমিশন নিয়ে যান। এটা কিভাবে হয় তা তিনি জানতে চান। কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ বলেন এরকম বিষয় উনার ওয়ার্ডেও হয়েছে। তিনি বিষয়টি তদন্তের অনুরোধ জানান।	বিল্ডিংয়ের প্লান অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বশেষ বিধিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী	
১৫	**বিবিধ আলোচনা-৩** কাউন্সিলর জনাব শান্তনু দত্ত (সন্তু) জানান নগরীর পানি সরবরাহের সমস্যা দীর্ঘ ১০ বছরেও সমাধান করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট শাখার কিছু কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দায়িত্ব অবহেলার অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। কাউন্সিলর জনাব নজরুল ইসলাম মুনিম জানান ট্রিটমেন্ট প্লান্টে অফিস টাইমের পর কোন লোক থাকে না এবং কল দিলেও কেউ কল রিসিভ করে না । কাউন্সিলর জনাব মোঃ সিকন্দর আলী পানির সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রদবদলের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ পানি সরবরাহে এতো সমস্যার মধ্যেও সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাগণ কিভাবে বারবার প্রমোশন পান তা জানতে চান। এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানি) জানান পানি সরবরাহের বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করা হয়। আমাদের দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। এছাড়া যন্ত্রাংশ নষ্ট ও লোডশেডিংয়ের কারনে মাঝে মধ্যে পানি সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয়। সভাপতি জানান সিলেট ওয়াসার গেজেট হওয়ার পরও বোর্ড গঠন কার্যক্রম বিলম্বিত হচ্ছে যার দরুন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের কাজও বন্ধ রয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকা ও বিভিন্ন পাম্পের মোটর নষ্ট থাকায় পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।	পানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে রদবদলসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানি)	

১৬	**বিবিধ আলোচনা-৪** কাউন্সিলর জনাব মোঃ আজাদুর রহমান আজাদ জানান তাঁর ওয়ার্ডে অবস্থিত হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জায়গার উপর নির্মিত ভবনের পারমিশন ও দোকান কোটাগুলোর ট্রেড লাইসেন্স আছে কিনা তা যাচাই করা প্রয়োজন। সভাপতি বলেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিরা অফিসে এসে জানান কিছু জমির বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মামলা চলমান। এমতাবস্থায় মামলা সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারছেন না।	মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা	
১৭	**বিবিধ আলোচনা-৫** জালালাবাদ গ্যাস এন্ড ট্রান্সমিশন, সিলেট-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব তৌফিকুল আহসান চৌধুরী জানান তাঁর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে প্রিপেইড মিটার প্রতিস্থাপনের কাজ চলছে। শুধুমাত্র রাইজার হতে একের অধিক চুলার সংযোগ থাকলে সেক্ষেত্রে লাইন টানার জন্য কিছু খরচ হতে পারে। এ বিষয়ে যেকোন তথ্য জানার জন্য হটলাইন নম্বর ১৬৫৯৯ এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানান।	বিনামূল্যে প্রিপেইড মিটার প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।	জালালাবাদ গ্যাস এন্ড ট্রান্সমিশন, সিলেট	

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আরিফুল হক চৌধুরী)
মেয়র
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০২.১৯.২২৩৯/১৮ তারিখঃ ১৬.০৮.২০২৩

সদয় অবগতির জন্যঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
৩। পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট।
৪। জেলা প্রশাসক, সিলেট।
৫। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড, সিলেট।
৬। অধিনায়ক, র্‍্যাব-৯, সিলেট।
৭-১১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর/বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।
১২। পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিলেট।
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন অধিদপ্তর, সিলেট।
১৪। উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, সিলেট।
১৬। উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সিলেট।
১৭। পরিচালক, বিআরটিএ, সিলেট।
১৮। ষ্টেশন ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিলেট।

16-08-23

(ফাহিমা ইয়াসমিন)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০২.১৯.২২৩৯/১৮/৩৬ তারিখঃ ১৬.০৮.২০২৩

সদয় অবগতির জন্যঃ

১। ....কাউন্সিলর

সংরক্ষিত/ সাধারণ ওয়ার্ড নং................সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

16-08-23

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০২.১৯.২২৩৯/১৮/৩৬(২৪) তারিখঃ ১৬.০৮.২০২৩

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২। প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫। মেয়রের সহকারী একান্ত সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬-২৩। .... শাখা প্রধান, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৪। সংশ্লিষ্ট নথি।

16-8-23

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

পরিশিষ্ট 'ক'

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

১। জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২। বেগম শাহানারা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩। জনাব শান্তনু দত্ত (সন্ত), কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪। জনাব রাশেদ আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫। মিসেস রেবেকা আক্তার লাকী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬। বেগম মাসুদা সুলতানা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৭। জনাব নজরুল ইসলাম মুনিম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৮। জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৯। বেগম নাজনীন আকতার কনা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১০। জনাব মোঃ আজম খান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১১। জনাব মোঃ মখলিছুর রহমান কামরান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১২। জনাব রেজওয়ান আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৩। জনাব মোস্তাক আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৪। বেগম কুলসুমা বেগম পপি, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৫। জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৬। জনাব মোঃ সিকন্দর আলী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৭। জনাব মোঃ আব্দুর রকিব তুহিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৮। জনাব ফরহাদ চৌধুরী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৯। বেগম সালমা সুলতানা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২০। জনাব আবুল কালাম আজাদ (লায়েক), কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২১। জনাব বিক্রম কর সম্রাট, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২২। জনাব মোঃ আজাদুর রহমান আজাদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৩। জনাব রকিবুল ইসলাম ঝলক, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৪। জনাব তাকবির ইসলাম পিন্টু, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৫। বেগম শাহানা বেগম শানু, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

সভায় উপস্থিত সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ:

০১। জনাব সঞ্জিত দাস, পুলিশ পরিদর্শক, এসএমপি, সিলেট।
০২। জনাব তৌফিকুল আহসান চৌধুরী, উপ-মহাব্যবস্থাপক, জালালাবাদ গ্যাস এন্ড ট্রান্সমিশন, সিলেট।
০৩। জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, সিনিয়র স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস, সিলেট।
০৪। জনাব আহাম্মদ আলী, প্রতিনিধি, র্‍যাব-৯, সিলেট।
০৫। জনাব বিশ্বজিৎ শর্মা, সহকারী প্রকৌশলী, বিউবি, সিলেট।